৫৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আবার সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। তবে কোন গৌরব অর্জনের জন্য নয়, আবার সেই কলঙ্কিত অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি হয়েছে— সন্ত্রাসে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। এ সম্পর্কে গত বুধবার প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে প্রথমে ছাত্রলীগকর্মীদের সঙ্গে, পরে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র শিবির ক্যাডারদের প্রায় পৌনে পাঁচঘণ্টাব্যাপী ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শামসুজ্জোহা, লতিফ, আমির আলী ও শাহ মখদুম হলসহ পুরো ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত চলা এ সংঘর্ষে ১০ পুলিশসহ ৩৫ জন আহত হয়। আহত পুলিশের মধ্যে আছেন একজন এসি এবং দুই ওসি। সংঘর্ষকালে শ'দুয়েক রাউন্ড গুলি বিনিময় এবং ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছে বলে খবরে জানানো হয়েছে। ভাংচুর হয়েছে চারটি আবাসিক হলের পঁচিশটি কক্ষে।

ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল সোমবার রাত ১১টার দিকে। প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, ছাত্রলীগকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কাউন্সিল অধিবেশনকে সামনে রেখে জোহা হলে মিছিল বের করলে শিবিরকর্মীরা তাতে বাধা দেয়। এর ফলে ছাত্রলীগকর্মীদের সঙ্গে সশস্ত্র শিবিরকর্মীদের সংঘর্ষ বাধে। এসময় দু'জন ছাত্রলীগকর্মী ও এক শিবিরকর্মী আহত হয়। ছাত্রলীগকর্মীরা পালিয়ে গেলেও শিবিরের ঐ কর্মী গ্রেফতার হয়। কিছুক্ষণ পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস সংলগ্ন বিনোদপুর, বুধপাড়া ও মেহেরচন্ডী থেকে শিবিরকর্মীরা ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হলে ঢুকতে শুরু করে। পুলিশ তাদের বাধা দিলে শিবির ক্যাডাররা পুলিশের ওপর হাতবোমা নিক্ষেপ করে এবং গুলিবর্ষণ করে। এরপর থেমে থেমে দীর্ঘক্ষণ গুলি বিনিময় চলে পুলিশ ও শিবির ক্যাডারদের মধ্যে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাসও নিক্ষেপ করে কিন্তু পরিস্থিতি নাজুক হয়ে দাঁড়ালে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ওয়াকিটকিতে দাঙ্গা পুলিশ ও বিডিআর আহ্বান করে। এরা ক্যাম্পাসে পৌঁছানোর আগেই শিবির ক্যাডারদের প্রচণ্ড গুলিবর্ষণে আহত হন কর্মকর্তাসহ বেশ ক'জন পুলিশ।

বেশ কিছুদিন নিশ্চুপ থাকার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার শিবিরের সশস্ত্র তাণ্ডব শুরু হওয়াটা তেমন হতবাক করেনি। কারণ ইতোমধ্যে শিবিরের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত অনেক স্থানেই সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়ে গেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনই অঘটন যেন শুধু অপেক্ষায় ছিল। আসলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ শিবির সন্ত্রাসকে বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করার কোন কারণ নেই। একটা মৌলবাদী নীলনক্সার অধীনেই চট্টগ্রামের চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনার পর এখানে সন্ত্রাসী অঘটন ঘটানোটা ছাত্রশিবিরের জন্য অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরপর শিবিরের অন্য চিহ্নিত অবস্থানগুলোতেও সংঘর্ষ হলে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকবে না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ঘটনা যে আকস্মিকভাবে উদ্ভূত নয়, তা বোঝা যায় স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে সশস্ত্র বহিরাগত ক্যাডারদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। উপরন্তু সংবাদ ভাষ্য মতে, এখানেও তারা ভারি অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। সারাদেশে মৌলবাদী তৎপরতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে রাজশাহীর শিবিরকর্মীরা অস্ত্র ও অর্থের নতুন যোগান পেয়েছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

ইতোপূর্বেই বাংলাদেশে মৌলবাদী বিশেষত ছাত্রশিবিরের মতো সংগঠনসমূহ যে নতুন করে শক্তি বৃদ্ধি করছে সে বিষয়ে এই সম্পাদকীয়ের মাধ্যমেই আমরা সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলাম। আমরা সুস্পষ্টভাবে বলেছিলাম যে, মৌলবাদীদের যেন খাটো করে না দেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে বিগত সরকারের আমলে এবং তার আগেও মৌলবাদী সংগঠনসমূহের সশস্ত্র কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয়ের চোখে দেখা হয়েছে। পুলিশ অনেক সন্ত্রাসেরই সুরাহা করেছে কিন্তু মৌলবাদী সন্ত্রাসের ব্যাপারে ছিল আশ্চর্যজনকভাবে নিশ্চুপ।

বর্তমান সরকার আমলেও পুলিশের সেই ভূমিকা খুব একটা বদলেছে বলে মনে হয় না। এর ফলে মৌলবাদী জঙ্গীরা অনেকটা বিনা বাধাতেই শক্তি সঞ্চয় করতে পারছে। এদের অস্ত্রভাণ্ডারে অনেক আধুনিক ভারি অস্ত্রও জমা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্র থেকেই ইতোপূর্বে জানা গেছে। কিন্তু অস্ত্র উদ্ধার কর্মে তেমন একটা সাফল্য আসেনি। কিংবা সম্ভবত উদ্ধার কর্ম চালানোও হয়নি। আর চালানো হয়নি বলেই এমন ভয়াবহ কাণ্ড ঘটতে পারে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ চলাকে আর কোনক্রমেই আকস্মিকভাবে উদ্ভূত সন্ত্রাস বলে তারুণ্যের বিভ্রম হিসাবে মূল্যায়ন করা যায় না। সত্যিকার অর্থেই যে সোমবার রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের দ্বিমত থাকার কথা নয়। চট্টগ্রামের চন্দনপুরাও অতিসম্প্রতি একই রকম রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। পাবনাতেও তাই হয়েছিল। অত্যাধুনিক ভারি অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ আর গুলি-বোমার নিশ্চিত সরবরাহের কারণে মৌলবাদী শিবিরের জঙ্গিত্ব ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এর পিছনে যে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি এবং সরকারকে বেকায়দায় ফেলার কোন পরিকল্পনা কাজ করছে সে বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিতই হওয়া যায়। কাজেই আমরা আবারও সরকারের নীতি নির্ধারক মহলকে অনুরোধ জানাই, মৌলবাদী জঙ্গিত্বকে যেন আর প্রশ্রয় দেয়া না হয়, সর্বাগ্রে যেন এদের অর্থ ও অস্ত্রের উৎসমুখ বন্ধ করা হয়।